সরকার সমর্থক ছাত্রলীগ কর্মীদের হামলায় নারায়ণগঞ্জে চার বামপন্থী ছাত্রনেতা আহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৮ জুন ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১২.০০ টায় নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা মোস্তাফিজুর রহমান টিটু ও তাঁর সহযোগী কয়েক জনের বিরুদ্ধে চার বাম ছাত্রনেতাকে হরতালের সমর্থনে লিফলেট বিতরণের সময় আক্রমন করার অভিযোগ পাওয়া যায়।

অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকালে জানা যায়, সরকার ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি করায় নারায়ণগঞ্জ-ঢাকায় চলাচলকারী বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে নারায়নগঞ্জে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম নামের একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এর সংগঠকরা ২০ জুন ২০১১ নারায়ণগঞ্জে অর্ধেক বেলা হরতাল ডাকে। হরতালের সমর্থনে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ সমর্থিত ছাত্র সংগঠন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট এর নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শওকত আলী (২৪), সদস্য জয়ন্ত সাহা (২০) এবং গণসংহতি আন্দোলন সমর্থিত ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন এর নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি তরিকুল সুজন (২৬) ও সদস্য নাহিদ বাপ্পী (২০) কলেজে লিফলেট বিতরণ করছিলেন। টিটু ও তাঁর সহযোগীরা ঐ চার ছাত্রনেতাকে কলেজের কমনরুমে আটকে রেখে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- শওকত আলী
- জয়ন্ত সাহা
- তরিকুল সুজন
- মোস্তাফিজুর রহমান টিটু
- এডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, আহবায়ক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখা

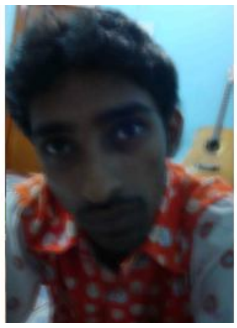

ছবিঃ শওকত, তরিকুল, জয়ন্ত এবং যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরামের সমাবেশ

জয়ন্ত সাহা (২০), আহত ব্যাক্তি

জয়ন্ত সাহা অধিকারকে জানান, নারায়ণগঞ্জে প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম এর মধ্যে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে নারায়ণগঞ্জের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'যাত্রী অধিকার সংরক্ষন ফোরাম'এর আহবানে ২০ জুন ২০১১ বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে হরতালের সমর্থনে প্রচারপত্র বিতরণ করা হবে। প্রগতিশীল ছাত্র জোট বেশ কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে প্রচারপত্র বিতরণের দায়িত্ব নেয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৮ জুন ২০১১ দুপুর ১২.০০ টায় তিনি এবং ছাত্রনেতা তরিকুল সুজন সরকারি তোলারাম কলেজের মূল ভবনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ শুরু করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় লিফলেট বিতরণ শেষে তৃতীয় তলায় গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি ছাত্রলীগের কর্মীদেরও লিফলেট দেন। ছাত্রলীগের কর্মীরা লিফলেট হাতে নিয়ে হরতাল বিষয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও তাঁদের প্রতি কটুক্তি করে। ব্যাঙ্গ-বিদ্রুপ ও কটুক্তি শুনে তাঁরা দুজন সেখান থেকে অন্যত্র চলে যান। বিভিন্ন শ্রেণী কক্ষে লিফলেট বিতরণের পরে যখন তাঁরা তৃতীয় তলা থেকে আবার নিচে নেমে আসছিলেন, ঠিক তখনই ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁদেরকে লিফলেট বিতরণের কারণ জিজ্ঞেস করেন। তরিকুল তাঁদের জানান, বর্ধিত বাসভাড়া কমানোর লক্ষ্যে এবং সাধারণ ছাত্রদের সুবিধার্থেই আন্দোলন কর্মসূচীর অংশ হিসেবে লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে। এতে ছাত্রদের যাতায়াত খরচ কমবে এবং এটা কোন নির্দিষ্ট ছাত্রসংগঠনের কর্মসূচী নয়, বরং সব সংগঠনের উচিত এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া। বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহারের দাবি ও হরতালের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হলেও ছাত্রলীগ কর্মীরা কোন কথাই শুনতে চাননি বরং তাঁকে এবং তরিকুলকে ধরে কমনরুমের একটি ঘর যা ছাত্র সংসদ নামে কথিত আছে, সেখানে টিটুর কাছে নিয়ে যায়। টিটু তরিকুল ও তাঁর কাছে জানতে চান তাঁরা কার পক্ষ হয়ে কাজ করছেন। তরিকুল উত্তরে বলেছিলেন, তাঁদের একটি নাগরিক কমিটি আছে, যে কমিটিতে কমিউনিষ্ট পার্টি, বাসদ সহ অন্যান্য সংগঠনও রয়েছে। তরিকুল নিজেকে গণসংহতি আন্দোলনের কর্মী এবং ছাত্র ফেডারেশন নারায়নগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি হিসেবে পরিচয় দিলে টিটু তাঁকে ধমকে থামিয়ে দেন।

জয়ন্ত বলেন, টিটুর সামনে হাত নেড়ে কথা বলার অজুহাতে বেয়াদবি হয়েছে এ মর্মে ছাত্রলীগ কর্মীরা ক্ষিপ্ত হয়ে তরিকুলের ওপর চড়াও হয়। এক সময়ে তরিকুলের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়া হয়। সে সময়ে তিনি তরিকুলকে রক্ষা করতে গেলে তাঁকেও ছাত্রলীগ কর্মীরা চর-থাপ্পর এবং পেছন থেকে কান ধরে টানাটানি করে। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি ওই কক্ষে শওকত ও নাহিদকে ঢুকতে দেখেন এবং আক্রমনকারী ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে থেকে তাঁদেরকে মুক্ত করতে শওকত ও নাহিদকে এগিয়ে আসতে দেখেন। তাঁকে ও তরিকুল সুজনের ওপর আক্রমনকারী ৭/৮ জন ছাত্রলীগ কর্মী একইসঙ্গে শওকত ও নাহিদকেও ওই সময়ে লঞ্চিত ও তাঁদের অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এসময় তিনি ডান চোখে ঘুষির আঘাতে চোখ ধরে বসে পড়েন এবং উপর্যুপরি ঘুষি-চর-থাপ্পর-লাথির আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। তাঁকে মেঝেতে শুইয়ে ফেলে আক্রমনকারী ছাত্রলীগের কর্মীরা তাদের সজোরে লাথি মারতে থাকে। এরপর সেখান থেকে চলে আসার সময়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা আবারও তাঁকেসহ অন্যদেরকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দেয়। ওদের কাছ থেকে ছাড়া পাবার পর বের হবার সময়ে তিনি সবার পেছনে ছিলেন। পেছন থেকেও তাঁকে বারবার লাথি মারা হয় এবং কলেজে আর না আসার জন্য নিষেধ করা হয়। তিনি আহত অবস্থায় চাষাড়ায় এসে ‘যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম’এর আহবায়ক রফিউর রাব্বির কাছে ঘটনাটি জানান।

তিনি আরও বলেন, এর আগেও এখানে বিভিন্ন সময়ে ছাত্রফ্রন্ট এবং ছাত্র ফেডারেশন এর পক্ষ থেকে লিফলেট বিতরণে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের অনেকেরই অভিজ্ঞতা একই রকম হয়েছিল। ছাত্রলীগ কর্মীরা এভাবেই বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নেতাকর্মীদের অপমান-অপদস্থ করেছে। তোলারাম কলেজের বাস্তবতা হলো এখানে চরম পরিবহন সংকট রয়েছে। ছাত্রাবাস নেই, ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে আসা যাওয়া করে। শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসে উপস্থিত হতে বা পড়ালেখায় মনোনিবেশ করতে পারেনা। যাতায়াতসহ নানা দুর্ভোগ সইতে হচ্ছে বছরের পর বছর ধরে । প্রগতিশীল ছাত্রসংগঠনগুলো যখনই শিক্ষার্থীদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করে তখনই তারা ছাত্রলীগের রোষাণলে পড়ে এবং আক্রমনের শিকার হয়।

তিনি বলেন, কলেজের বারান্দা থেকে এ ঘটনা অনেক ছাত্র-ছাত্রী প্রত্যক্ষ করেছে। কলেজ থেকে বের হবার পরে ছাত্র ফেডারেশন নারায়নগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য ওবায়েদুর রহমান তাঁদেরকে সূর্যের হাঁসি হাসপাতালের ডা. নজরুল ইসলামের কাছে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা নেয়ার পর তাঁদেরকে নারায়ণগঞ্জ ২০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা নেয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বলে তিনি জানান।

শওকত আলী (২৪), আহত ব্যাক্তি

শওকত আলী অধিকারকে জানান, ৮ জুন ২০১১ ইং আনুমানিক দুপুর ১২ টায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে চলাচলকারী বাসের ভাড়া বৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে ডাকা হরতালের সমর্থনে কলেজের বাইরে তিনি ও নাহিদ লিফলেট বিতরণ করছিলেন। লিফলেট বিতরণের এক পর্যায়ে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান টিটু তাঁর সহযোগীদের দিয়ে তাঁকে কথিত ছাত্রসংসদে (কমনরুমের অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি ঘর) ডেকে নিয়ে যায়। তিনি কমনরুমের ভেতরে ঢুকেই দেখতে পান জয়ন্ত ও তরিকুলকে মারধর করা হচ্ছে। সবাই একযোগে চর-থাপ্পর, কিল-ঘুষি মারছেন। তিনি বাঁধা দিতে গেলে তাঁকেও লাথি, ঘুষি,চর-থাপ্পর মারা হয়। প্রসঙ্গত, সরকারি তোলারাম কলেজে দীর্ঘদিন ধরে ছাত্রসংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হলেও স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা টিটু নিজেকে ভিপি হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে এবং স্বঘোষিত ভিপি হিসেবে কলেজের কমনরুমকে ছাত্রসংসদ হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের আড্ডাখানায় পরিণত করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

তিনি বলেন, তোলারাম কলেজে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ সরকারী ছত্রছায়ায় একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে অপরাপর ছাত্রসংগঠনগুলোকে কোনঠাঁসা করে রেখেছে। ছাত্রলীগের হাতে তাঁদের লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী বাধাগ্রস্থ বা ভন্ডুল হতে পারে এধরণের আশংকা তাঁর আগেই করেছিল। বিগত দিনেও তাঁদের কর্মসূচী যেমন লিফলেট বিতরণ, পোষ্টারিং এ ছাত্রলীগের কর্মীরা বাধা দিয়েছে। এধরণের বাধা এড়ানোর জন্যই ঘটনার দিন কৌশল হিসেবে তাঁদের টিমটি ক্যাম্পাসের বাইরে লিফলেট বিতরণ করছিল।

তরিকুল সুজন (২৬), আহত ব্যাক্তি

তরিকুল সুজন অধিকারকে জানান, ঘটনার দিন আনুমানিক দুপুর ১২টায় তিনি এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের জয়ন্ত সাহা সরকারি তোলারাম কলেজে লিফলেট বিতরণ করছিলেন। ৬/৭ জন ছাত্রলীগ কর্মী তাঁকে ও জয়ন্তকে তৃতীয়তলা থেকে নিচতলায় কমনরুমে টিটুর কাছে নিয়ে আসে। টিটু তাঁদের কাছে কৈয়ফত চান কেন এবং কার অনুমতিতে প্রচারপত্র বিতরণ করা হচ্ছে ? তখন তিনি জানান, সে বাসমালিকদের বাসভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত সঠিক ও সঙ্গত নয়, সেজন্য তাঁরা হরতালের সমর্থনে প্রচারপত্র বিতরণ করছেন। তখন একযোগে ছাত্রলীগ কর্মীরা টিটুর নির্দেশে তাঁদের ওপর আক্রমন করে। ছাত্রলীগ কর্মীদের প্রচন্ড মারধরের কারণে তিনি ঘাড়ে এবং পিঠে মারাত্মক আঘাত পান। গুরুতর আহত অবস্থায় অন্যান্য আহত ছাত্রনেতাদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে তিনিও ভর্তি হন ।

তিনি জানান, নারায়ণগঞ্জে বর্ধিত বাসভাড়াকে কেন্দ্র করে যে ফোরামের জন্ম হয়েছে তার নাম হচ্ছে যাত্রী অধিকার সংরক্ষন ফোরাম। বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক শ্রেণী-পেশার সংগঠন জড়িত রয়েছে এর সাথে। অথচ তোলারাম কলেজে সরকার সমর্থক ছাত্রলীগ নারায়ণগঞ্জের জনগণ ও ছাত্র সমাজের যৌক্তিক আন্দোলনের বিরোধিতাই শুধু নয়, তাঁদের ওপর নিষ্ঠুর ও ঘৃণ্য আক্রমন চালিয়েছে।

মোস্তাফিজুর রহমান টিটু, ছাত্রলীগ নেতা, অভিযুক্ত

মোস্তাফিজুর রহমান টিটু অধিকারকে বলেন, ৮ জুন আনুমানিক ১২ টায় প্রগতিশীল ছাত্র জোট এর নেতৃবৃন্দ হরতালের সমর্থনে লিফলেট বিতরণ করছিল, লিফলেট বিতরণের কথা সাধারন ছাত্ররা তাঁর কাছে এসে জানায়। এরপর কিছুসংখ্যক ছাত্র ছাত্রনেতাকে তাঁর কাছে নিয়ে আসে। কমনরুমে বসে তিনি ছাত্রনেতাদেও হরতাল ডাকার কারণ জিজ্ঞেস করেন। তখন ছাত্রনেতারা যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম এর ডাকা ২০জুন হরতালের বিষয় তাঁকে জানায়। তিনি ছাত্রনেতাদের বলেছিলেন, তাঁরা বাসভাড়া বৃদ্ধি ও হরতাল ডাকার বিষয়ে বাসমালিকদের সঙ্গে কোন আলোচনায় বসেছিলেন কিনা? বর্ধিত বাসভাড়া নিয়ে ছাত্রনেতাদের যেমন মতামত রয়েছে, তেমনি বাসভাড়া বৃদ্ধির স্বপক্ষে বাসমালিকদেরও তো একটা মতামত থাকতে পারে, যুক্তি দেখান। তখন তিনি ঐ ছাত্রনেতাদের উদ্দেশে বলেন, তোলারাম কলেজ একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান এখানে লিফলেট বিতরণ করতে হলে প্রিন্সিপালের অনুমতি লাগবে। ছাত্রনেতাদেরকে প্রিন্সিপালের অনুমতি নিয়ে লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম চালানোর কথা বলে তিনি কলেজ ক্যাম্পাস থেকে ব্যাক্তিগত কাজে বের হয়ে যান। প্রগতিশীল ছাত্র জোট নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা সম্পর্কে কিছুই জানেন না উল্লেখ করে তিনি বলেন, পরের দিন সংবাদপত্রে দেখতে পেয়েছেন যে, তাঁর নির্দেশে প্রগতিশীল ছাত্র জোট নেতৃবৃন্দের ওপর হামলা হয়েছে।

ছাত্রনেতৃবৃন্দের ওপর হামলার দায়ভার শুধু তাঁর ওপর চাপানো হচ্ছে। কে বা কারা হামলা করেছে তা তিনি জানেন না, হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নিয়েও তাঁর কাছে ছাত্রনেতৃবৃন্দ কথা বলতে আসেননি।

তিনি বলেন, ছাত্রলীগের কেউ যদি এ ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তাকে খুঁজে বের করা হোক। চার ছাত্রনেতাকে হামলার সঙ্গে ছাত্রলীগের কর্মীরা জড়িত প্রমাণ হলে সংগঠনের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানান।

এডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল, আহবায়ক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, নারায়ণগঞ্জ

এডভোকেট মাহবুবুর রহমান ইসমাইল অধিকারকে বলেন, ৮ জুন ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১২ টায় সরকারি তোলারাম কলেজে 'যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম' বর্ধিত বাসভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে নারায়নগঞ্জে ২০ জুন ২০১১ অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেয়। যার সমর্থনে প্রগতিশীল ছাত্র জোট এর ছাত্রদের নেতাকর্মীরা তোলারাম কলেজের মধ্যে প্রচারপত্র বিলি করার সময় বর্তমান সরকারের সমর্থক ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের শওকত, জয়ন্ত এবং ছাত্র ফেডারেশনের তরিকুল ও নাহিদকে আক্রমন করে। তিনি বলেন, সরকার ডিজেলের মূল্য লিটার প্রতি ২ টাকা ও সিএনজির দাম ঘনমিটার প্রতি ৮ টাকা বাড়িয়েছে। সিএনজির দাম বাড়ানোর ফলে বাসে মাথাপিছু প্রতি কিলোমিটারে ১০ পয়সা বাড়ানোর কথা থাকলেও সরকার তা ৩৫ পয়সা বাড়িয়ে ঢাকা মহানগরীর পার্শ্ববর্তী জেলা নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজিপুর, মানিকগঞ্জের সিএনজি-চালিত বাসের ভাড়া নির্ধারণ করেছে মাথাপিছু প্রতি কিলোমিটার ১.৪৫ টাকা। সিএনজির মূল্য সরকার যা বাড়িয়েছে তার চেয়েও বেশী দেখিয়ে, গড়মিল করে বাসমালিকরা ভাড়া বাড়িয়েছে। যাত্রীদের ঠকানোর জন্য কারসাজি করে এই সুযোগে তারা ২২ টাকা ভাড়ার বদলে ২৮ টাকা ভাড়া করেছে। ৯৫% বাসযাত্রী বর্ধিত বাসভাড়া মেনে নিতে পারছেনা।

নারায়ণগঞ্জ জেলার বাসমালিকরা দীর্ঘদিন ধরেই একটি চক্রের হাতে পরিচালিত হচ্ছেন। বাসমালিকদেরকে তাঁদের আয়ের সিংহভাগ প্রায় কোটি টাকা চাঁদা এই চক্রকে দিয়ে দিতে হচ্ছে। এই চক্র চাঁদার টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা ও প্রশাসনের লোকদের সঙ্গে। বাসমালিকদের কাছ থেকে এই চক্রের অন্যায়ভাবে নেয়া চাঁদার চাপ নারায়ণগঞ্জের সাধারণ মানুষের ওপর পড়ছে। যার কারণে পরিবহন সেক্টরে অযৌক্তিকভাবে বাড়ানো ভাড়া প্রত্যাহারের দাবিতে প্রগতিশীল ও বাম রাজনৈতিক সংগঠনগুলো, নাগরিক কমিটি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো মিলে যাত্রী অধিকার সংরক্ষণ ফোরাম এর ব্যানারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবি বাস্তবায়নের কর্মসূচী সফল করতে গিয়েই সেদিন প্রগতিশীল ছাত্র জোট এর নেতৃবৃন্দকে ছাত্রলীগের পরিকল্পিত হামলার কবলে পড়তে হয়েছে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক শক্তি ও প্রশাসনের অনুমোদনেই ছাত্রলীগ এ ধরণের হামলার সাহস দেখিয়েছে।

অধিকারের বক্তব্যঃ

অধিকার তথ্যানুসন্ধানকালে শারিরীকভাবে লাঞ্ছনার শিকার ছাত্রনেতা ও তাঁদের দলের নেতৃবৃন্দ এবং আক্রমনকারী সরকার সমর্থক ছাত্রলীগ নেতার বক্তব্য গ্রহণ করে।

ছাত্রনেতাদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, ছাত্রলীগ কর্মীরা তাঁদের ধরে নিয়ে যায় এবং আটকে রেখে নির্যাতন করে। ছাত্রলীগের স্থানীয় নেতা মোস্তাফিজুর রহমান টিটু তাঁর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন। অধিকার ছাত্র নেতাদের ওপর নির্যাতন এবং পরবর্তী সময়ে নারায়নগঞ্জ হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা গ্রহনের বিষয়ে খবর নেয়। তোলারাম কলেজে বর্তমানে বাম সংগঠনগুলো সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না এবং কলেজে গনতান্ত্রিক পরিবেশ নেই উল্লেখ করে তাঁরা জানান, কলেজে বিজ্ঞান ক্লাব পরিচালনাতেও ছাত্রলীগ কর্মীরা বাধা দেয়। তাঁরা সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কর্মীদের এড়িয়ে কিছুটা গোপনে নিজেদের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং সাংগঠনিক কর্মসূচীর লিফলেট ও পত্রিকা বিতরন করেন।

অধিকার এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-